কলকাতার উচ্চ আদালতে

ফৌজদারি পুনর্বিবেচনার এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল)

২০২০-এর সিআরআর ১০৫৭,

সহ

২০২০-এর সিআরএএন ২

(পুরনো সংখ্যাঃ ২০২০-এর সিআরএএন ৪৬৩৭),

সহ

২০২০-এর সিআরএএন ৩

(পুরনো সংখ্যাঃ ২০২০-এর সিআরএএন ৪৬৩৮)

সব্যসাচী দত্ত

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীর জন্য ; শ্রী রাজদীপ মজূমদার,

শ্রী ময়ূখ মুখার্জি।

রাজ্যের জন্য ; শ্রী স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীমতি পূর্ণিমা ঘোষ।

২ নং বিপরীত পক্ষের জন্য ; কেউ নেই

শুনানি শেষ হয়েছে ; ২৯.০৮.২০২৩

রায় **২৯.০৯.২০২৩**

<u>বিচারপতি শম্পা দত্ত (পল),:</u>

১ বর্তমানে উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগরের বিজ্ঞ অ্যাডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারার অধীনে লেক টাউন থানা মামলা নং ৮০/২০২০ এর ০৮/০৬/২০২০ তারিখের কার্যধারা বাতিল করার অনুরোধ জানিয়ে বর্তমান সংশোধনটি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

২. আবেদনকারীর মামলাটি হল যে এখানে আবেদনকারী একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের সমর্থক এবং বর্তমানে পদে অধিষ্ঠিত উপরোক্ত রাজনৈতিক দলের সচিব।

৩. আবেদনকারী বলেছেন যে আবেদনকারী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে মিলিত হয়ে পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে আবেদনকারীর মূল ভাবমূর্তিকে সম্পূর্ণরূপে কলঙ্কিত ও ধ্বংস করা হচ্ছে, যখন থেকে আবেদনকারী প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছেন। আবেদনকারীকে অবিলম্বে মিথ্যা ও বিদ্বেষপূর্ণ মামলার সাথে অযথা জড়িয়ে ফেলা হয়েছে, যার অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে -এর একটি চিত্র বিপরীত পক্ষের কল্পনা নং ২।

৪ -০৮.০৬.২০২০-এ যখন আবেদনকারী তার দুই দলীয় কর্মী এবং সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা কর্মীদের দেখা করতে যাচ্ছিল, একজন ধ্রুবনিল বিশ্বাস, ১৮১/৩৪, অরিহন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণদারি, তারা দেখতে পেল যে একটি জনতা রাস্তা অবরোধ করেছে এবং এলাকা থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছিল। সে শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু জনতা আক্রমণ করে এবং তার গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তার নিরাপত্তা কর্মীদেরও মারধর করে।

৫. অনিয়ন্ত্রিত জনতার উপরোক্ত কর্মকাণ্ডে হতবাক ও হতাশ হয়ে আবেদনকারী এখানে লেক টাউন পুলিশ স্টেশনের ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ-এর কাছে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন, যা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত তারিখে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি উল্লেখ করে। আবেদনকারীর দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩৪১/৩২৩/৩২৫/৫০৬/৪২৭/৩৪ -এর তদন্ত এর জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

৬. আবেদনকারীর অভিযোগের আগে, তদন্তকারী সংস্থাটি লেক টাউন থানা মামলা নং ৮০/২০২০ তারিখ ০৮.০৬.২০২০ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩/৩৫৪/৩২৬/৫০৬/৩৪ (এটি তাৎক্ষণিক মামলা) এর অধীনে বিপরীত পক্ষের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা নথিভুক্ত করেছিল, যা আবেদনকারীর কাছে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্তিকর ছিল। উক্ত অভিযোগে উত্থাপিত অভিযোগগুলি হল: -

> *"এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে বিপরীত পক্ষ নং ২ অন্যান্য মহিলাদের সাথে দক্ষিণধারির রোহিত অ্যাপার্টমেন্টের বিপরীতে মুখোশ বিতরণ করছিল। যখন আবেদনকারী পীযূষ কানোরিয়া এবং অন্যান্যরা কোনও ছড়া বা কারণ ছাড়াই তাদের উস্কে দিতে শুরু করে এবং অভিযোগ করে যে তাদের আক্রমণ করে এবং তাদের বিনয়ীকে ক্ষুব্ধ করে।"*

৭. আবেদনকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী রাজদীপ মজুমদার বলেছেন যে মামলার বিরোধিতামূলক কার্যধারা স্পষ্টতই বিদ্বেষের গন্ধ বহন করে এবং শুধুমাত্র আবেদনকারীকে হয়রানি ও অপমান করার জন্য এটি চালু করা হয়েছে। মামলার বিরোধিতামূলক কার্যধারা সম্পূর্ণরূপে বিরক্তিকর এবং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করার জন্য একজন বিদ্বেষপূর্ণ নিপীড়কের পক্ষ থেকে একটি খারাপ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচেষ্টা। এই ধরণের বিদ্বেষপূর্ণ কার্যধারা একেবারেই বাতিল করা উচিত কারণ এটি ইতিমধ্যে যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার বাইরেও একই ধরণের কাজ চালিয়ে যাওয়া আবেদনকারীর জন্য গুরুতর পক্ষপাতদুষ্টতার সমতুল্য হবে।

৮. অভিযোগগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলে আবেদনকারীর দ্বারা অভিযুক্ত অপরাধগুলির কোনওটিই প্রকাশ করা হয় না। কেবল টাকাপয়সা অভিযোগগুলি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না এবং এইভাবে কার্যধারা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা বাতিল হতে পারে।

৯. রাজ্যের বিদ্বান আইনজীবী জনাব স্বপন ব্যানার্জি মামলা ডেইরিটি রেখেছেন এবং এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মামলা ডায়েরির ৬৪ এবং ৬৭ পৃষ্ঠায় অভিযোগকারী, ছবী দত্ত এবং একটি অভিযুক্ত ভুক্তভোগী, মায়া সরকার।

১০. উক্ত বিবৃতি এবং অন্যান্য উপকরণ এবং মামলা ডায়েরি থেকে প্রতীয়মান হয় যে অভিযোগগুলি আবেদনকারীর সাথে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এবং -এর জায়গায় উপস্থিত থাকা ছাড়া আবেদনকারীর বিরুদ্ধে একেবারেই কোনও অভিযোগ নেই।

১১ বর্তমান মামলাটি ভারতীয় দন্দবিধির -এর ৩২৩/৩৫৪/৩২৬ ৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে রয়েছে।

১২. সুপ্রিম কোর্ট তারকেশ্বর সাহু বনাম বিহার রাজ্য (বর্তমান ঝাড়খণ্ড) মামলায়, ২০০৫ সালের আপিল (সিআরএল) ১০৩৬,২৯.০৯.২০০৬-এ, আইপিসি-র ৩৫৪ ধারার অধীনে অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি নির্ধারণ করেছে।বিচারপতি এস. বি. সিনহা এবং বিচারপতি দলবীর ভান্ডারির বেঞ্চ আদেশ দিয়েছেন -

"আই. পি. সি-র ৩৫৪ ধারাটি নিম্নরূপঃ-

৩৫৪. মহিলার শ্লীলতাহানি করার উদ্দেশ্যে তার উপর হামলা বা ফৌজদারি বলপ্রয়োগঃ- যে ব্যক্তি কোনও মহিলাকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে বা তার দ্বারা তার শ্লীলতাহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জেনে আক্রমণ বা ফৌজদারি বলপ্রয়োগ করে, সে উভয় বর্ণের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যার মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত হতে পারে, অথবা জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

যতদূর পর্যন্ত আই. পি. সি-র ৩৫৪ ধারার অধীনে অপরাধের কথা বলা যায়, মহিলাদের শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায় বা এই জ্ঞান যে অভিযুক্তের কাজের ফলে তার শালীনতা নষ্ট হবে তা অপরাধের গুরুতর বিষয়।

একজন মহিলার শালীনতার সারমর্ম হল তার লিঙ্গ। অভিযুক্তের অপরাধমূলক উদ্দেশ্য হল বিষয়টির মূল বিষয়। মহিলার প্রতিক্রিয়া খুব প্রাসঙ্গিক, তবে তার অনুপস্থিতি সর্বদা সিদ্ধান্তমূলক নয়। শালীনতা একটি শ্রেণি হিসাবে মহিলা মানুষের সাথে যুক্ত একটি বৈশিষ্ট্য। এটি এমন একটি গুণ যা তার লিঙ্গের কারণে একজন মহিলার সাথে সংযুক্ত থাকে।

'শালীনতা' কে "আচরণের নারীসুলভ যথার্থতা, চিন্তাভাবনা, বক্তৃতা এবং আচরণের (পুরুষ বা মহিলার মধ্যে) সততা; সহজাত ঘৃণা থেকে অশুদ্ধ বা মোটা পরামর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া লজ্জা বা লজ্জার অনুভূতি" হিসাবে দেওয়া হয়।

কোনও মহিলার শালীনতা বিক্ষুব্ধ, লাঞ্ছিত বা অপমানিত হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের চূড়ান্ত পরীক্ষাটি হল অপরাধীর কাজটি এমন হওয়া উচিত যা কোনও মহিলার শালীনতার বোধকে হতবাক করতে সক্ষম বলে মনে করা যেতে পারে। একজন ব্যক্তি সম্পূর্ণ জনসমক্ষে কোনও মহিলার পিছনের অংশে চড় মারার অর্থ তার শালীনতা লঙ্ঘন করা হবে কারণ এটি কেবল স্ত্রীলিঙ্গের শালীনতার স্বাভাবিক বোধেরই অপমান ছিল না, বরং মহিলার মর্যাদারও অপমান ছিল।

'শালীনতা' শব্দটি কাজের নির্দিষ্ট শিকারের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করা হবে না, বরং একটি শ্রেণী হিসাবে মহিলা মানুষের সাথে সম্পর্কিত একটি বৈশিষ্ট্য হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে। এটি এমন একটি গুণ যা কোনও মহিলার সাথে তার লিঙ্গের কারণে সংযুক্ত থাকে।

আমরা বিভিন্ন আদালতের মামলাগুলি পুনরুত্পাদন করা উপযুক্ত বলে মনে করি যা পরিস্থিতি নির্দেশ করে যে আদালত অভিযুক্তকে আইপিসি ৩৫৪ ধারার অধীনে দোষী সাব্যস্ত করেছে।

কেরালা রাজ্য বনাম হামসা মামলায়, এটি নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছেঃ-

"দণ্ডবিধির ৩৫৪ এবং ৫০৯ ধারায় শালীনতা শব্দটি ব্যবহার করার সময় আইনসভার মনে যা ছিল তা হল এমন একটি বৈশিষ্ট্যের সুরক্ষা যা মহিলার জন্য বিশেষ, একটি গুণ যা কোনও মহিলার সাথে তার লিঙ্গের কারণে সংযুক্ত থাকে। শালীনতা হল মহিলা লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং সে তার বয়স নির্বিশেষে এটি ধারণ করে। দুটি অপরাধ কেবল সংশ্লিষ্ট মহিলার স্বার্থেই নয়, জন নৈতিকতার স্বার্থেও তৈরি করা হয়েছিল। একজন মহিলার শালীনতা লঙ্ঘনের প্রশ্ন অবশ্যই মানুষের রীতিনীতি এবং অভ্যাসের উপর নির্ভর করবে। নৈতিকতার জন্য অপমানজনক কাজগুলি মহিলাদের শালীনতার জন্য অপমানজনক হবে।নারীর বিনয়ের বিস্তার পরিমাপের জন্য সর্বজনীন প্রয়োগের কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি করা যায় না, কারণ এটি দেশভেদে বা সমাজভেদে পরিবর্তিত হতে পারে।

একজন সুপরিচিত লেখক কেনি তাঁর "আউটলাইনস অফ ক্রিমিনাল আইন" বইয়ে একজন মহিলার উপর অশালীন হামলার দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপঃ-

'ইংল্যান্ডে যৌন অপরাধ আইন, ১৯৫৬ দ্বারা কোনও মহিলার (যে কোনও বয়সের) উপর অশালীন আক্রমণকে একটি অসদাচরণ করা হয় এবং ষোল বছরের কম বয়সী কোনও শিশু বা যুবকের উপর অশালীন হামলার অভিযোগে এটি কোনও প্রতিরক্ষা নয় যে সে (বা সে) অশালীন কাজে সম্মতি দিয়েছে।

পাঞ্জাব রাজ্য বনাম মেজর সিং-এর ক্ষেত্রে, এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ এই প্রশ্নটি বিবেচনা করে যে ৭ মাসের কন্যা সন্তানের শালীনতাও ক্ষুব্ধ হতে পারে কিনা। সংখ্যাগরিষ্ঠের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক ছিল। অধিকাংশের পক্ষে বিচারপতি বাচাওয়াত, নিম্নরূপ মতামত দিয়েছেনঃ "৩৫৪ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হল কোনও মহিলার উপর হামলা বা ফৌজদারি শক্তি প্রয়োগ করা, তার শালীনতা নষ্ট করার অভিপ্রায় বা তা করার সম্ভাবনা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। কোডটি" শালীনতা "সংজ্ঞায়িত করে না। তাহলে একজন মহিলার শালীনতা কী?

একজন নারীর শালীনতার মূল কথা হলো তার লিঙ্গ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর শালীনতা তার শরীরে স্পষ্টভাবে লেখা থাকে। তরুণী বা বৃদ্ধ বুদ্ধিমান বা মূর্খ, জাগ্রত বা ঘুমন্ত, নারীর একটি শালীনতা রয়েছে যার দ্বারা ক্ষোভ প্রকাশ করা সম্ভব। যে কেউ তার শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার উপর অপরাধমূলক বল প্রয়োগ করে, সে ধারা 354 এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে।

অভিযুক্তের দোষী উদ্দেশ্যই হলো বিষয়টির মূল কথা। মহিলার প্রতিক্রিয়া খুবই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু এর অনুপস্থিতি সর্বদা নির্ণায়ক হয় না, উদাহরণস্বরূপ, যখন অভিযুক্ত ব্যক্তি কলুষিত মনের অধিকারী হয়ে চুপিসারে একজন ঘুমন্ত মহিলার মাংস স্পর্শ করে। সে একজন বোকা হতে পারে, সে অ্যানেস্থেসিয়ার জাদুতে থাকতে পারে, সে ঘুমাচ্ছে, সে হয়তো কাজের তাৎপর্য বুঝতে অক্ষম হতে পারে, তবুও, অপরাধী এই ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য।

অল্পবয়সী এক মহিলা কিছুটা ভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে শরীর অপরিণত, এবং তার যৌন শক্তি সুপ্ত। এই ক্ষেত্রে, ভুক্তভোগী সাড়ে সাত মাস বয়সী একটি শিশু। সে এখনও লজ্জার অনুভূতি বিকাশ করেনি এবং যৌনতা সম্পর্কে কোনও সচেতনতা নেই। তবুও জন্ম থেকেই তার শালীনতা রয়েছে যা তার লিঙ্গের বৈশিষ্ট্য।

কানহু চরণ পাত্র বনাম রাজ্য মামলায় উড়িষ্যা উচ্চ আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"অভিযুক্তরা বাড়িতে প্রবেশ করে এবং দরজা ভেঙে দেয় যা বড় হয়ে ওঠা দুই মেয়ে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল এবং তাদের শ্লীলতাহানি করেছিল কিন্তু তারা আর কিছুই করতে পারেনি কারণ মেয়েরা তাদের পালানোর ব্যবস্থা করেছিল। মামলা দায়ের করার পরে বলা হয়েছিল যে অভিযুক্তদের কাজটি গুরুতর প্রকৃতির ছিল এবং তারা সাহসী শয়তান পদ্ধতিতে একই কাজ করেছিল। এইভাবে, তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যথাযথ।

"জয় চাঁদ বনাম রাজ্য মামলায় দেখি উচ্চ আদালত নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ-

"অন্য একটি মামলার অভিযুক্ত বলপূর্বক প্রসিকিউটরকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিল এবং তার পায়জামার দড়ি ভেঙে দিয়েছিল কিন্তু নিজেকে কাপড় খুলে ফেলার কোনও চেষ্টা করেনি এবং যখন প্রসিকিউটর তাকে দূরে ঠেলে দেয়, তখন সে তাকে আবার ধরার কোনও চেষ্টা করেনি। এটি ধর্ষণের চেষ্টা নয়, বরং কেবল একজন মহিলার বিনয়ের অপমান এবং ৩৫৪ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করা সঠিক ছিল।"

রাজা বনাম রাজস্থান রাজ্যে, এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছিলঃ-

"অভিযুক্ত নাবালিকাকে নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় কিন্তু ধর্ষণ করতে পারে না। অভিযুক্তের দণ্ডাদেশ ধারা ৩৭৬/৫১১ থেকে ধারা ৩৫৪-এ পরিবর্তন করা হয়েছে" ।

কর্ণাটক রাজ্য বনাম খলিলের আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ

"অভিযুক্ত যখন শ্লীলতাহানির চেষ্টা করছিল তখন বাবা-মা আখ ক্ষেতে পৌঁছে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। ধর্ষণের অভিযোগের সমর্থনে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং অভিযুক্তকে ধারা ৩৭৬-এর অধীনে অভিযোগ থেকে খালাস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তাকে ধারা ৩৫৪/৫১১ আইপিসির অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।"

নুনা বনাম সম্রাটের মামলায় আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"অভিযুক্ত একটি মেয়ের জামাকাপড় খুলে ফেলে, তাকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং তারপর তার পাশে বসে যায়। সে তাকে কিছুই বলেনি বা সে আর কিছু করেনি। এটি ধরা হয় যে অভিযুক্ত আইপিসি ধারা ৩৫৪ এর অধীনে একটি অপরাধ করেছে এবং ধর্ষণের চেষ্টার জন্য দোষী ছিল না।"

বিশ্বেশ্বর মুর্মু বনাম রাজ্য মামলায় আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"প্রমাণগুলি দেখায় যে অভিযুক্ত তথ্যদাতা/ভুক্তভোগীর হাত ধরেছিল এবং যখন প্রসিকিউশন সাক্ষীদের মধ্যে একজন ভুক্তভোগীর অ্যালার্ম শুনে সেখানে এসেছিল, তখন অপরাধটি ধারা ৩৭৬/৫১১ তৈরি করা হয়নি এবং ভুক্তভোগীর শালীনতা লঙ্ঘন করার জন্য দোষী সাব্যস্তকরণকে ধারা ৩৫৪-এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল।"

কেশব পাধন বনাম উড়িষ্যা রাজ্য মামলায় আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"শালীনতার আগ্রাসনের পরীক্ষাটি হল যে কোনও যুক্তিসঙ্গত পুরুষ মনে করবে যে অপরাধীর কাজটি মহিলার শালীনতা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল বা সম্ভবত জানা গিয়েছিল। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, মেয়েটির বয়স ছিল ১৫ বছর এবং মধ্যরাতে যখন সে তার মায়ের সাথে ফিরে আসছিল তখন আবেদনকারীর হঠাৎ একটি গলি থেকে উপস্থিতি এবং তাকে সেই দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া ধারা ৩৫৪-এর উপাদানগুলি যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত করেছিল",

রাম মেহের বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"অভিযুক্ত বাদী বাদীকে ধরে ফেলে, তাকে তুলে নিয়ে যায় এবং তারপর তাকে একটি বাজরা মাঠে নিয়ে যায় যেখানে সে তাকে ফেলে দেয় এবং তার সালোয়ার খোলার চেষ্টা করে কিন্তু তা করতে পারেনি কারণ অভিযুক্তকে শক্তিহীন করার জন্য বাদী কাস্তে দিয়ে আঘাত করে তাকে আহত করেছিল। অভিযুক্ত তার রক্তের নমুনা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল যার ফলস্বরূপ তার নির্দোষতা সন্দেহজনক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অন্যান্য প্রমাণ দ্বারাও অভিযুক্তের গোপন প্রমাণ নিশ্চিত করা হয়েছিল। ৩৫৪, ৩৭৬/৫১১ ধারার অধীনে অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়া যথাযথ বলে মনে করা হয়েছিল, কিন্তু নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তাকে মাত্র দুই বছরের কারাদণ্ড এবং ১০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছিল।

রামেশ্বর বনাম হরিয়ানা রাজ্যের মামলায় আদালত নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ-

"একটি নির্দিষ্ট কাজ একটি নির্দিষ্ট অপরাধ করার প্রচেষ্টার সমান কিনা তা অপরাধের প্রকৃতি এবং এটি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর নির্ভর করে। নিছক প্রস্তুতি এবং অপরাধ করার প্রকৃত প্রচেষ্টার মধ্যে পার্থক্য মূলত বৃহত্তর মাত্রায় নির্ধারণের উপর গঠিত। ধর্ষণ করার চেষ্টার অপরাধের জন্য, প্রসিকিউশনকে অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে এটি প্রস্তুতির পর্যায় অতিক্রম করেছে।"

শোকুট বনাম রাজস্থান রাজ্যের মামলায় আদালত নিম্নরূপ বলেছেঃ-

"অভিযুক্ত একজন রোগীকে দেখাশোনা করার উদ্দেশ্যে প্রসিকিউটর নার্সকে নিয়ে যায় কিন্তু পথে সে তাকে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে এবং তাকে মারধরও করে। অভিযুক্তকে আইপিসি-র অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল কারণ সে প্রতারণামূলক উপায়ে প্রসিকিউটরকে তার বাড়ি থেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং তারপরে তার বিনয়ের উপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল।"

১৩. সুতরাং কোনও মহিলার শালীনতা বিক্ষুব্ধ হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের চূড়ান্ত পরীক্ষাটি হ 'ল অপরাধীর কাজটি এমন হওয়া উচিত যাতে এটি এমন একটি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে যা কোনও মহিলার শালীনতার বোধকে হতবাক করতে সক্ষম।

১৪. বর্তমান ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে এমন কোনও পদক্ষেপ নেই যা কোনও মহিলার শালীনতার বোধকে হতবাক করতে সক্ষম বলে মনে করা যেতে পারে।

১৫. এইভাবে এই সমস্ত তথ্য এবং নথিতে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করে, এটি স্পষ্ট যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযুক্ত অপরাধগুলি গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কোনওটিই প্রাথমিকভাবে উপস্থিত নেই। রেকর্ড এইভাবে মামলাটিকে বিচারের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় না।

১৬. **রমেশ চন্দ্র গুপ্ত বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য এবং অন্যান্য , ২০২২ লাইভ আইন (এস সি) ৯৯৩, ফৌজদারি আপিল নম্বর(গুলি) ..... ২০২২ এর (২০২২-এর ৩৯ ক্রমিক.) নম্বর এস এল পি থেকে উদ্ভূত), ২৮ শে নভেম্বর, ২০২২** –এ

সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিয়েছে :-

১৫. বিনীত কুমার এবং অন্যান্য বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য মামলায় ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদলতের ক্ষমতার পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করার জন্য এই আদালতের একটি সুযোগ রয়েছে এবং আরেকটি, (২০১৭) ১৩ এস. সি. সি ৩৬৯ ৩১শে মার্চ, ২০১৭ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরের রায়ের ২২,২৩ এবং ৪১ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা দরকারী হতে পারে যেখানে নিম্নলিখিতগুলি বলা হয়েছিলঃ

২২. বর্তমান মামলার তথ্যে প্রবেশ করার আগে উচ্চ আদলতের উপর ন্যস্ত ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে এখতিয়ারের পরিধি এবং পরিধি বিবেচনা করা প্রয়োজন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারা এই আইনের অধীনে কোনও আদেশ কার্যকর করার জন্য, বা কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করার জন্য বা অন্যথায় ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সুরক্ষিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়ার জন্য উচ্চ আদলতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৩. এই আদালত বার বার ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদলতের এখতিয়ারের পরিধি পরীক্ষা করেছে এবং বেশ কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করেছে যা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদলতের এখতিয়ার প্রয়োগকে পরিচালনা করে। কর্ণাটক রাজ্য বনাম এল মুনিস্বামী (১৯৭৭) ২ এসসিসি ৬৯৯-এ এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ আদেশ দিয়েছিল যে উচ্চ আদলতের কোনও কার্যধারা বাতিল করার অধিকার রয়েছে যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা উচিত। রায়ের ৭ নং অনুচ্ছেদে নিম্নলিখিতটি বলা হয়েছেঃ

'৭... এই পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে,উচ্চ আদালত একটি কার্যধারা বাতিল করার অধিকারী যদি এই সিদ্ধান্তে আসে যে কার্যধারা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে কার্যধারা বাতিল করা প্রয়োজন। দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চ আদলতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সংরক্ষণ করা একটি স্বাস্থ্যকর জনসাধারণের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তৈরি করা হয়েছে যা হল আদালতের কার্যধারাকে হয়রানির অস্ত্র বা নিপীড়নে পরিণত হওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।

একটি ফৌজদারি মামলায়, একটি পঙ্গু প্রসিকিউশনের পিছনে আবৃত উদ্দেশ্য, প্রসিকিউশনের কাঠামো যে উপাদানের উপর নির্ভর করে তার প্রকৃতি এবং এই জাতীয় বিষয়গুলি ন্যায়বিচারের স্বার্থে কার্যধারা বাতিল করার ক্ষেত্রে হাইকোর্টকে ন্যায়সঙ্গত করবে। ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিছক আইনের লক্ষ্যের চেয়ে বেশি যদিও আইনসভা দ্বারা তৈরি আইন অনুসারে ন্যায়বিচার পরিচালনা করতে হয়। এই পর্যবেক্ষণগুলি করার জন্য বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা হ 'ল যে বিধানটি রাজ্য এবং তার প্রজাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করার জন্য উচ্চ আদলতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে বাঁচাতে চায় তার উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি না করলে, সেই প্রধান এখতিয়ারের প্রস্থ এবং রূপরেখা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

৪১. ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে উচ্চ আদালতকে প্রদত্ত অন্তর্নিহিত ক্ষমতা ন্যায়বিচারের অগ্রগতির উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও পরোক্ষ উদ্দেশ্যে আদালতের গুরুতর প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়, তবে আদালতকে একেবারে দ্বারপ্রান্তে এই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ করতে হবে। আদালত যদি মামলাটি হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সপ (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ এই আদালত দ্বারা দৃষ্টান্তমূলকভাবে বর্ণিত বিভাগগুলির মধ্যে একটিতে পড়ে তবে মামলা চালানোর অনুমতি দিতে পারে না, বিচারিক প্রক্রিয়া একটি গুরুতর কার্যধারা যা অপারেশন বা হয়রানির উপকরণ হিসাবে রূপান্তরিত করার অনুমতি দেওয়া যায় না। যখন কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সঙ্গে দেখা হয় এবং কার্যধারাটি বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়, তখন উচ্চ আদালত হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এ বর্ণিত ৭ম বিভাগের অধীনে কার্যধারা বাতিল করার জন্য ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এখতিয়ার প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না, যা নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্যঃ

১০২. (৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারা শুরু করা হয়।' উপরের বিভাগ ৭ বর্তমান মামলার তথ্যে স্পষ্টভাবে আকৃষ্ট হয়। যদিও,উচ্চ আদালত হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল ১৯৯২সরবরাহ (১) এস. সি. সি ৩৩৫-এর রায়টি উল্লেখ করেছে তবে বর্তমান মামলার প্রাসঙ্গিক তথ্যের বিজ্ঞাপন দেয়নি, যে উপাদানগুলির উপর তদন্ত কর্মকর্তার দ্বারা চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, আমরা সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট যে বর্তমানটি একটি উপযুক্ত মামলা যেখানে উচ্চ আদলতের ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে তার এক্তিয়ার প্রয়োগ করা উচিত ছিল এবং ফৌজদারি কার্যধারা বাতিল করা উচিত ছিল।

১৬. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অতিরিক্ত-সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা সম্পর্কিত বিষয়ে আইনের ব্যাখ্যা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সম্ভাব্য পরিমাণে, এই আদালত 'পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত নির্দেশিকা' সংজ্ঞায়িত করেছে, যাতে এই ধরনের ক্ষমতার প্রয়োগ করা উচিত এমন অসংখ্য মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যায়। এই আদালত হরিয়ানা রাজ্যে ১০২ অনুচ্ছেদে রায় দিয়েছে এবং অন্যান্য বনাম ভজন লাল এবং অন্যান্য, ১৯৯২সরবরাহ। (১) ৩৩৫ নিম্নরূপঃ

"১০২। চতুর্দশ অধ্যায়ের অধীনে সংবিধির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিধানের ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপটে এবং ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগ বা সংবিধির ৪৮২ ধারার অধীনে অন্তর্নিহিত ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত একাধিক সিদ্ধান্তে এই আদালত কর্তৃক বর্ণিত আইনের নীতিগুলির প্রেক্ষাপটে আমরা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে নিম্নলিখিত বিভাগগুলির মামলাগুলি দিচ্ছি যেখানে কোনও আদালতের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার রোধ করতে বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যগুলি সুরক্ষিত করার জন্য এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদিও কোনও সুনির্দিষ্ট, স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত এবং পর্যাপ্তভাবে পরিচালিত এবং অনমনীয় নির্দেশিকা বা কঠোর সূত্র নির্ধারণ করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং অসংখ্য ধরণের মামলার একটি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া যেতে পারে যেখানে এই ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত।

(১) যেখানে প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদন বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি, এমনকি সেগুলি তাদের মুখের মূল্যে নেওয়া হলেও এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হলেও, প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ গঠন করে না বা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গঠন করে না।

(২) যেখানে প্রথম তথ্য প্রতিবেদনের অভিযোগ এবং প্রথম তথ্য রিপোর্ট এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য উপকরণ, যদি থাকে, একটি আমলযোগ্য অপরাধ প্রকাশ করে না, বিধির ১৫৫ (২) ধারার আওতায় ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত বিধির ১৫৬ (১) ধারার অধীনে পুলিশ কর্মকর্তাদের দ্বারা তদন্তের ন্যায্যতা প্রদান করে।

(৩) যেখানে প্রথম তথ্য রিপোর্ট বা অভিযোগে করা অনিয়ন্ত্রিত অভিযোগ এবং তার সমর্থনে সংগৃহীত প্রমাণ কোনও অপরাধের কথা প্রকাশ করে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে।

(৪) যেখানে, প্রথম তথ্য রিপোর্ট -এর অভিযোগগুলি গঠন করে না।আমলযোগ্য অপরাধ কিন্তু শুধুমাত্র একটি অ-বিচারযোগ্য অপরাধ গঠন করে, বিধির ১৫৫ (২) ধারার অধীনে বিবেচিত ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ছাড়া কোনও পুলিশ অফিসার দ্বারা তদন্তের অনুমতি দেওয়া হয় না।

(৫) যেখানে প্রথম তথ্য রিপোর্ট বা অভিযোগে করা অভিযোগগুলি এতটাই অযৌক্তিক এবং সহজাতভাবে ভিত্তিহীন, যার ভিত্তিতে কোনও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও এই যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে।

(৬) যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনের (যার অধীনে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা হয়েছে) যে কোনও বিধানে প্রতিষ্ঠানটির উপর সুস্পষ্ট আইনি বাধা রয়েছে এবং কার্যধারা অব্যাহত রয়েছে এবং/অথবা যেখানে বিধি বা সংশ্লিষ্ট আইনে কোনও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে, যা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের অভিযোগের কার্যকর প্রতিকার প্রদান করে।

(৭) যেখানে কোনও ফৌজদারি কার্যধারাকে স্পষ্টভাবে দুর্বোধ্যতার সাথে দেখা হয় এবং/অথবা যেখানে অভিযুক্তের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং ব্যক্তিগত ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের কারণে তাকে উপেক্ষা করার লক্ষ্যে বিদ্বেষপূর্ণভাবে কার্যধারাটি চালু করা হয়।

১৭ **নীহারিকা ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য ও অন্যান্য, ২০২১ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি. ৩১৫** মামলায় এই আদালতের সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালত কর্তৃক গৃহীত নীতিগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে।

১৭. এইভাবে রেকর্ডের বিষয়বস্তু বিবেচনা করে, **হরিয়ানা রাজ্য বনাম ভজন লাল** এবং অন্যান্যদের (সুপ্রা) ১০২ অনুচ্ছেদের ১,৫ এবং ৭ নির্দেশিকা এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে ওঠে। এইভাবে এই মামলাটিকে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই ধরনের তথ্য এবং পরিস্থিতিতে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া আইন/আদালতের প্রক্রিয়াটির অপব্যবহার হবে এবং এইভাবে ন্যায়বিচারের স্বার্থের বিরুদ্ধে হবে।

১৮। স্বীকারযোগ্য যে, দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে অবাধ লড়াই হয়েছিল এবং কথিত আঘাতগুলি উল্লেখযোগ্য নয় বা ডাক্তারের সামনে আঘাতের ইতিহাসও উল্লেখ করা হয়নি। আরও, আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এখানে কোনও নথি নেই এবং বর্তমান মামলাটি এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া স্পষ্টতই আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হবে।

১৯ ২০২০ সালের সি আর আর ১০৫৭ হওয়া সংশোধনী আবেদন সেই অনুযায়ী অনুমোদিত।

২০ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩/৩৫৪/৩২৬ ৫০৬/৩৪ ধারার অধীনে লেক টাউন থানা মামলা নং ৮০/২০২০ তারিখের কার্যধারাটি এখন উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগরের বিজ্ঞ অতিরিক্ত প্রধান বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন (জি. আর. মামলা নং ৩৫৩/২০২০ এর সাথে সম্পর্কিত), বাতিল করা হয়েছে।

২১ সমস্ত সংযুক্ত আবেদন, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

২২ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, খালি থাকে।

২৩ এই রায়ের অনুলিপি প্রয়োজনীয় সম্মতির জন্য বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এ পাঠানো হবে।

২৪ এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, সবকিছু মেনে দ্রুত সরবরাহ করা হবে, প্রয়োজনীয় আইনি আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারতি শম্পা দত্ত (পল),)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly